দৈনিক সংবাদ

29

তারিখ 02 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কুমিল্লায় পুলিশ লাইন প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু চাঁদা লাগে

।। নূরুর রহমান ।।

কুমিল্লা ঃ চাঁদাবাজি। প্রশাসনের নাকের ডগাতেই নয়, রীতিমত অনুমোদন নিয়ে। অভিনব এই চাঁদাবাজির ধরন-ধারণও ভিন্ন। চাঁদাবাজির শিকার হয়েছে কুমিল্লা পুলিশ লাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। 'শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কার্ড' নামে ফরম ছাপিয়ে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে বিভিন্ন খাতে ৬৭ টাকা করে প্রতি মাসে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে।

সরকারি বিধিবিধান অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোন রকম ফি বা চাঁদা নেয়ার বিধান নেই। কিন্তু স্কুলটির ব্যবস্থাপনা পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী (জাপা নেতা নন) উদ্ভাবিত চাঁদাবাজির এই প্রক্রিয়াকে অনুমোদন দিয়েছেন থানা নির্বাহী অফিসার, থানা শিক্ষা অফিসার, সমাজসেবা অধিদপ্তরেরউপ-পরিচালক।

'বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা পরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রণীত' শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কার্ডে শিক্ষা সফর, মিলাদ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পাঠোন্নতির বিবরণী, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, হলদে পাখি, কাব, ঐচ্ছিক শিক্ষা, কমন রুম, মাসিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ফি, ম্যাগাজিন, ছাত্রকল্যাণ ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে চাঁদা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। সময়মতো চাঁদা না দিলে জরিমানার বিধানও রাখা হয়েছে। ছাপানো কার্ডের শেষ পাতায় 'শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের প্রতি জ্ঞাতব্য'তে লেখা রয়েছেঃ প্রতি ইংরেজি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে মাসিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা চাঁদা নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে। একটানা ৩ মাস 'শিক্ষা ব্যবস্থাপনা চাঁদা' বাকি থাকলে বিদ্যালয়ের হাজিরা বই হতে নাম কাটা যাবে। অসুস্থতা বা অন্য কারণে দীর্ঘ সময় বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য বিদ্যালয়ের কোন প্রকার পাওনা মওকুফ করা হবে না। প্রতি পরীক্ষার ন্যূনতম ৩ দিন পূর্বে বিদ্যালয়ের যাবতীয় বকেয়া পরিশোধ করতে হবে।

এই মাসিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কার্ড প্রতি মাসে চাঁদা পরিশোধের সময় সঙ্গে আনতে হবে। এবং এই কার্ড হারালে কিংবা নষ্ট হলে পুনরায় ১০/- টাকা জরিমানা প্রদান করে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। শেষে লেখা রয়েছেঃ আদেশক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিষদ। শিক্ষার উদ্দেশ্যে এসো, সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে বেড়িয়ে যাও। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ লাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিতঃ ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ, আদর্শ সদর থানা কুমিল্লা। কিন্তু শিক্ষার জন্য এসে যে চাঁদা দিতে হচ্ছে তা কার সেবায় লাগবে? প্রশ্নটি করেছেন এক অভিভাবক। তিনি বলেছেন, সরকার বলছে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক; কিন্তু এটা কেমন

কিন্তু ঃ পৃঃ ১২ কঃ ১

কিন্তু ঃ চাঁদা লাগে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উৎপাত। চাঁদার নামে যা দিতে হচ্ছে তা হাইস্কুলের বেতনের চেয়েও বেশি। স্কুলটির ব্যবস্থাপনা পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী। তিনি স্কুলের একটি কক্ষ নিজের অফিস ঘর হিসেবে ব্যবহার করছেন। স্কুলের এক পিয়নকে তার জন্য নিয়োজিত করেছেন। তার স্ত্রী স্কুলটির একজন শিক্ষিকা।

'চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ হয়ে অভিভাবকরা জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি দিয়েছেন। প্রশাসন এখন পর্যন্ত এই বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশ সুপার চিঠি দিয়ে জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেছেন এহেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণের; কিন্তু কিছুই হয়নি।

সম্প্রতি চাঁদাবাজির এই বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসকের অফিস কক্ষে সদর থানার নির্বাহী কর্মকর্তা রীতা সেনকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এমন ফি নেয়া আইনসঙ্গত নয়, তা তিনি জানতেন না। জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয়ার পর ফি আদায় বন্ধরয়েছে।

কিন্তু ইতোমধ্যে চাঁদাবাজি করে যে টাকা আদায় হয়েছে অভিভাবকরা তা ফেরত পাননি। প্রশাসনও এই বেআইনি কাজের জন্য কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

স্কুলটির ব্যবস্থাপনা পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান 'সাপ্তাহিক ক্রাইম রিপোর্টার' নামে একটি সাপ্তাহিকের প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন। প্রেস এন্ড পাবলিকেশন এ্যাক্ট ভঙ্গ করার দায়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পত্রিকাটির ডিক্লারেশন বাতিল করে দেন। কিন্তু মিজানুর রহমান চৌধুরী এখনো সাপ্তাহিক ক্রাইম রিপোর্টার পত্রিকার সম্পাদক বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন।